সংবাদ

তারিখ ... 21 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৭ ... .

মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত না নেয়ায়

ঈদের আগে জুনের বেতনভাতা পাচ্ছেন না এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ঈদুল ফিতরের আগে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা চলতি জুন মাসের বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। কারণ চলতি মাসের বেতনভাতা ছাড়করণের বিষয়ে গতকাল পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আবার এমপিরা পরিচালনা পরিষদে থাকতে পারবেন না- উচ্চ আদালতের এমন নির্দেশনার কারণেও ঈদের আগে এমপিওভুক্ত ও আংশিক-এমপিওভুক্ত বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) একজন পরিচালক ও একজন উপ-পরিচালক সংবাদকে জানান, 'জুনের বেতন জুন মাসের মধ্যে ছাড় করার কোন সুযোগ নেই। বিধি অনুযায়ী চলতি মাসের বেতন দেয়ার সুযোগ নেই। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে আলাদা আদেশ জারি করলে চলতি মাসের বেতনভাতা দেয়া সম্ভব হবে।' এদিকে জাতীয় শিক্ষক পরিষদের এক বিবৃতিতে গতকাল বলা হয়েছে, 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদে সভাপতি পদে সংসদ সদস্যরা (এমপি) থাকতে পারবে না মর্মে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের প্রদত্ত রায় ও আদেশের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ ব্যাপারে কোন প্রকার নির্দেশনা না আসায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে জটিলতা ও সংকট সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।' সংগঠনের সভাপতি অধ্যক্ষ বদর উদ্দিন হাওলাদার স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'এমপিদের কেউ কেউ বেতন-ভাতাদি প্রদানসহ প্রতিষ্ঠানের অন্য কার্যাবলি পূর্ববৎ পরিচালনা করে যাচ্ছেন। আবার কেউ বিব্রতবোধ করে সব ধরনের কার্যক্রম থেকে বিরত থাকছেন।' ইতোমধ্যে সরকারি কর্মচারীদের বেতন ২৬ জুনের মধ্যে দেয়ার সরকারি ঘোষণা হয়েছে। মাউশির এক পরিচালক বলেন, 'দেশ ৯ দিনের ছুটির কবলে। ১ জুলাই শুক্রবার ব্যাংক বন্ধ থাকবে। ২ তারিখ শনিবার। ৩ জুলাই শবে কদরের ছুটি, শুধু ৪ জুলাই অফিস খোলা। ৫, ৬, ৭ জুলাই ঈদের ছুটি এবং ৮ ও ৯ জুলাই যথাক্রমে শুক্র ও শনিবার। এজন্য এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের চলতি মাসের বেতনভাতা প্রদানের সুযোগ নেই।' মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর ও কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ। মাউশি ও কারিগরি অধিদফতর তাদের বেতন-ভাতা ছাড় করলেও তা উত্তোলন করতে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সভাপতির স্বাক্ষর প্রয়োজন হয়।